

ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আশ্রয়ী নির্বাচিত সংস্কৃত
নাটক: একটি সমীক্ষা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের

পি. এইচ. ডি. উপাধির জন্য

প্রদেয় গবেষণাগ্রন্থের

সংক্ষিপ্তসার

মাধুরী ঘোষ

নিবন্ধন সংখ্যা – A00SA0100416

বর্ষ – 2016 - 2017

তত্ত্বাবধায়িকা - প্রফেসর ডঃ ঋতা চট্টোপাধ্যায়

ইউ. জি. সি. এমেরিটাস-ফেলো (2017 – 2019)

ও

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২১

● গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম

ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আশ্রয়ী নির্বাচিত সংস্কৃত নাটক: একটি সমীক্ষা

● গবেষণা অভিসন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস

আমার এই অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এছাড়াও প্রারম্ভে রয়েছে অবতরণিকা ও অন্তে উপসংহার। নিম্নে বিষয়ানুসারী একটি সূচী প্রদান করা হচ্ছে।

॥ বিষয়ানুক্রমণিকা ॥

বিষয়	
ধন্যবাদ জ্ঞাপন	
সংকেতসূচি	
অবতরণিকা	
গবেষণা অভিসন্দর্ভের নির্বাচনের কারণ	
অভিসন্দর্ভের মূল প্রতিপাদ্য	
গবেষণার পরিধি	
আলোচিত গ্রন্থের পর্যালোচনা	
গবেষণা পদ্ধতি	
বানানবিধি	
প্রথম অধ্যায় – আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য: ঐতিহাসিক নাটক এবং তার পটভূমি	
ক. সংস্কৃত ভাষা ও আধুনিকতা	
খ. আধুনিক সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য	
গ. বিগত তিন শতকে রচিত ঐতিহাসিক নাটক এবং তার পটভূমি	
দ্বিতীয় অধ্যায়- নির্বাচিত নাট্যকারত্রয়ের জীবনী ও সারস্বত কৃতি	
ক. গজানন বালকৃষ্ণ পলসুলে	
খ. নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ	
গ. রামকৃষ্ণ শর্মা	

তৃতীয় অধ্যায়- বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্- একটি সমীক্ষা	
ক. নাটকটির কথাবস্তু	
খ. বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্ - ঐতিহাসিকমূল্য	
গ. নাটকে উপস্থাপিত চরিত্ররাজির বর্ণনা	
ঘ. নাট্যশাস্ত্রীয় পর্যালোচনা	
করুণরস সিত্ত- বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্	
অলংকার প্রয়োগ	
ছন্দোবিচার	
গুণ ও রীতি সমীক্ষা	
চতুর্থ অধ্যায়- ধন্যোহং ধন্যোহং একটি সমীক্ষা	
ক. নাটকটির কথাবস্তু	
খ. সাভারকারচরিত	
গ. নাট্যশাস্ত্রীয় পর্যালোচনা	
খ্যাতবৃত্ত	
পঞ্চঃসন্ধিসম্বিত	
সুখদুঃখসমুদ্ভূত	
নানারসনিরন্তর	
অঙ্কসংখ্যা	
নায়ক	
রসতত্ত্ব	
রচনাতৈলী	
ছন্দোবিচার	
পঞ্চম অধ্যায়- বাংলাদেশোদয়ম্ একটি সমীক্ষা	
ক. নাটকটির কথাবস্তু	
খ. মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস	
গ. ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বাংলাদেশোদয়ম্	
ঘ. নাট্যশাস্ত্রীয় পর্যালোচনা	
পঞ্চঃসন্ধি	
ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে	
অলংকারের প্রয়োগ	
গুণসমীক্ষা	

রীতির স্বরূপ	
ছন্দোবিচার	
ঙ. রচনাইশলী	
চ. কবিসৃষ্ট অভিনবত্ব	
উপসংহার	
ক. ঐতিহ্য-আধুনিকতার সমন্বয়	
খ. ভবিষ্যৎ গবেষণার পরিচয়	
পরিশিষ্ট	
ক. কবিদের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি	
খ. কবি প্রশস্তি	
ঘ. বর্ণানুক্রমিক শব্দসূচি	
গ্রন্থপঞ্জি	

॥ সংকেতসূচি ॥

- অ. কা. সূ. অভিনবক/ব্যালংকারসূত্রম্ (রাধাবল্লভত্রিপাঠী-বিরচিতম্), সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ২০০৫।
- আ. সং. সা. আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য (১৯১০-২০১০) ছোটগল্প ও নাটক, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২।
- ঔচিত্য. ঔচিত্যবিচারচর্চা (ক্ষেমেন্দ্রবিরচিতা), (সম্পা.) ব্রজমোহন ঝা, বারাণসী, ১৯৯২ (চতুর্থসংস্করণ)।
- কাব্য. কাব্যদর্শঃ (দণ্ড্যাচার্যবিরচিতঃ), (সম্পা.) চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৯৫।
- কা. প্র. কাব্যপ্রকাশঃ (মন্মটাচার্যবিরচিতঃ), (সম্পা.) বামনাচার্য ঝাঙ্কিকর, নির্ণয় সাগর প্রেস, মুম্বাই, ১৯০৯।
- কা. মী. কাব্যমীমাংসা (রাজশেখরবিরচিতা), (সম্পা.) শ্রী নারায়ণ শাস্ত্রী খিন্ডে, চৌখম্বা প্রকাশন, বারাণসী, ২০১৪ (পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ)।
- না. ল. রত্ন. নাটকলক্ষণরত্নকোশঃ (সাগরনন্দিকৃতঃ), (সম্পা.) সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৬৪ (বঙ্গাব্দ)।
- ব. জী. বক্রোত্তিজীবিতম্ (কুন্তকপ্রণীতম্), (সম্পা.) সুশীলকুমার দে, ফার্মা কে. এল., কলিকাতা (অধুনা কলকাতা), ১৯৬৯ (৩য় সংস্করণ)।
- বা. ম. বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্ (পাণ্ডুলিপি) (নিত্যানন্দ-স্মৃতিতীর্থবিরচিতম্)।

- না. শা. নাট্যশাস্ত্রম্ (ভরতমুনিকৃতম্) (সম্পা.) আর. এস. নাগর, পরিমল পাবলিকেশ
দিল্লী, ২০০৩।
- সা. দ. সাহিত্যদর্পণঃ (বিশ্বনাথকৃতঃ), (সম্পা.) হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাসকৃত
কুসুমপ্রতিমা টীকাযুক্ত, সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৭৫ (৫ম সংস্করণ)।

❖ গবেষণা অভিসন্দর্ভের নির্বাচনের কারণ

অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্বাচন করতে সাহায্য করেছেন আমার শ্রদ্ধেয়া তত্ত্বাবধায়িকা। স্নাতকোত্তর স্তরে তাঁর কাছেই প্রথম আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়ে অবগত হই। আর সেখান থেকেই এই বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ। অভিসন্দর্ভের শিরোনামে আছে ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আশ্রয়ী নির্বাচিত সংস্কৃত নাটক। এর মধ্যে রয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আশ্রয়ী দু'টি নাটক। যথা – ‘বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্’ ও ‘ধন্যোহহং ধন্যোহহম্’ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আশ্রয়ী নাটক ‘বাংলাদেশোদয়ম্’। উক্ত নাটকগুলিও আমার তত্ত্বাবধায়িকার কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছি। এর মধ্যে ‘বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্’ নাটকটি অদ্যাবধি পাণ্ডুলিপি আকারেই রয়েছে। তাঁর এই সারস্বত ঋণে সম্পূর্ণ অভিসন্দর্ভটি পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। নাটকের প্রতি আকর্ষণ থেকেই এই বিষয়ে গবেষণায় আসা। সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব চিরপ্রচলিত। নাটকাদি দশরূপকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও সর্বসমাদৃত হল ‘নাটক’।

নির্বাচিত নাটকগুলির প্রেক্ষাপট স্বাধীনতা সংগ্রাম। আর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উদ্বুদ্ধ হয়নি এমন কোন সংস্কৃতপ্রেমীকে পাওয়া যায় না। তাই তো প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের অদমনীয় সব চরিত্র হয়ে উঠেছে সংস্কৃত নাটকের নায়ক/নায়িকা।

❖ অভিসন্দর্ভের নামকরণের তাৎপর্য

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম – “ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আশ্রয়ী নির্বাচিত সংস্কৃত নাটকঃ একটি সমীক্ষা”। শিরোনামস্থ প্রতিটি শব্দই বিশেষ তাৎপর্যবহ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে রচিত বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্ এবং ধন্যোহহং

ধন্যোহম্ আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে রচিত বাংলাদেশোদয়ম্ এই নাটকের আলোচনাই এখানে করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যথাক্রমে নাটক তিনটির পর্যালোচনা করা হয়েছে।

❖ গবেষণা অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য

- নাটকত্রয়ে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক উপাদান সমূহের যথাযোগ্য পর্যালোচনা।
- নাটকগুলির নাট্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।
- তিনটি নাটকে প্রতিফলিত তৎকালীন সমাজব্যবস্থার চিত্রণ।
- উক্ত নাট্যত্রয়ে প্রাচীন, অর্বাচীন, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য প্রমুখ আলংকারিকগণের প্রভাব বিশ্লেষণ।
- নির্বাচিত রূপকব্রিতয়ে ঐতিহ্য – আধুনিকতার সমন্বয় প্রদর্শন।

❖ গবেষণার পরিধি

এবারে আসি গবেষণার পরিধি আলোচনায়। পরিধি-ই পারে যেকোন কাজকে সুসংহত রূপ দিতে। তাই ঐতিহাসিক নাটকের বিস্তৃতি বা ব্যপকতা মাথায় রেখে আমাকে পূর্বোক্ত তিনটি নাটকের আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকতে হয়েছে। নাটকগুলির তাত্ত্বিক দিক আলোচিত হয়েছে সংস্কৃত আলংকারিকগণের দৃষ্টিতে। প্রসঙ্গক্রমে ঐতিহাসিক তথ্য আলোচনার পরিসরে অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকের নামোল্লেখ করা হয়েছে।

❖ গ্রন্থ পর্যালোচনা

এই গবেষণার পরিসরে বহু গ্রন্থের তথা প্রবন্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য নিয়েছি। সেই দীর্ঘ তালিকার থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে উপস্থাপিত হল –

১. চট্টোপাধ্যায়, ঋতা। *আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য ছোটগল্প ও নাটক (১৯১০-২০১০)*। কলকাতা, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১২।

আমার গবেষণায় প্রবেশের প্রধান এবং প্রথম সহায়ক এই গ্রন্থটি। গবেষণায় আসার পূর্বে ছাত্রাবস্থা থেকেই বইটির সাহায্য নিয়েছি। ঊনবিংশ/বিংশ/একবিংশ শতকে রচিত ঐতিহাসিক, জীবনীমূলক, সমসাময়িক সমস্যাশ্রিত, প্রচলিত কাহিনী অথবা কিংবদন্তীকে উপজীব্য করে রচিত – এই সমস্ত নাটকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছেন গ্রন্থকার। নাট্যতত্ত্ব, ভাষা, রচনামূলক ইত্যাদি বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে নাটকগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ তিনি করেছেন। এছাড়াও অনেক নাটকে ব্যবহৃত সংস্কৃত গানের অপূর্ব অনুবাদ গ্রন্থটি পাঠে আকৃষ্ট করে। প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয় সাধন করেছেন অত্যন্ত মননশীল দৃষ্টিতে। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য কী – এই বিষয়ে জানার জন্য বইটির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

২. নাগ, নির্মলকুমার। *বাঘাযতীন: এক উপেক্ষিত নায়ক*। কলকাতা, বাঙলার মুখ, ২০১৮।

পরোধীন ভারতের মুক্তি কামনায় ব্রতী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম সতত উজ্জ্বল ছিল, আছে এবং থাকবেও। আজ এখনও তাই বিপ্লবীদের কথা আলোচনায় শিরণ

জাগে – তারই নিদর্শন এই গ্রন্থ ‘বাঘাযতীন: এক উপেক্ষিত নায়ক’। লেখক তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে যতীন্দ্রনাথের বিপ্লবীসত্তাকে বর্ণনা করেছেন। বাঘাযতীনের বংশপরিচয়, শৈশবকাল, শিক্ষা, কর্মজীবন থেকে শুরু করে তাঁর বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও বালেশ্বর যুদ্ধে বীরদর্পে আত্মবলিদান – এই সমস্ত কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় অশেষ উপকৃত হয়েছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কিত অনেক মূল্যবান তথ্যের জন্য এই গ্রন্থটির কাছে ঋণী।

৩. ইমাম, জাহানারা। *একাত্তরের দিনগুলি*। ঢাকা, সন্ধানী প্রকাশনী, ১৯৮৬।

১৯৭১ এর ঢাকা শহরের অবস্থা এবং গেরিলা তৎপরতা বোঝার জন্য এই বইটি অত্যন্ত মূল্যবান। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বাঙালীদের আশা-নিরাশা-যন্ত্রণাকে সজীব করে তুলেছে গ্রন্থটি। একাত্তরের ২৫ মার্চ পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর নিরস্ত্র দেশবাসীর উপর বর্বরোচিত অত্যাচারের একটি স্বচ্ছ চিত্র জাহানারা ইমাম তাঁর এই গ্রন্থে ফুটিয়ে তুলেছেন।

8. Gandhi, A.K. *The Life and Times of Veer Savarkar*. Delhi, Prabhat Prakashan, 2016.

বিনায়ক দামোদর সাভারকার ওরফে বীর সাভারকারের সমগ্র জীবনচরিতকে জানার জন্য গ্রন্থটি অপরিহার্য। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সাভারকারের নাম অবশ্য উল্লেখ্য। তিনি শুধুমাত্র একজন দেশপ্রেমিকই ছিলেন না, ছিলেন একজন প্রতিভাময় কবি ও প্রাবন্ধিকও। তাঁর লেখনী দিয়ে তিনি সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে

দেশপ্রেমের আগুন জ্বালিয়েছিলেন। বিনায়কের দীর্ঘ ৫০ বছর কারাবাস জীবনের দুর্দশার অত্যন্ত মর্মস্পর্শী বর্ণনা করেছেন।

❖ গবেষণা পদ্ধতি

সম্পূর্ণ অভিসন্দর্ভে ‘Modern Language Association’ (M.L.A) – এর অষ্টম সংস্করণ অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু এই সংস্করণে প্রকাশনা স্থানের নামোল্লেখ না থাকলেও গ্রন্থপঞ্জিতে প্রকাশনা স্থানের নাম দেওয়া হয়েছে। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, সংস্কৃত বিষয়ে গবেষণায় প্রকাশনা স্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। ঐতিহাসিক দিক থেকে সেই স্থান অনেক সময় গ্রন্থ রচনার পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত হয়।

বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ অভিসন্দর্ভটি ‘Shonar Bangla’ ফন্টে লেখা হয়েছে, ফন্ট সাইজ ১৮। যেখানে ইংরেজী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে ‘Times New Roman’ - এর ১৬ সাইজ ব্যবহার করা হয়েছে। আর সংস্কৃত শ্লোকগুলির ক্ষেত্রে দেবনাগরী লিপির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। সেখানে ‘Kokila’ – র ১৬ সাইজ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে উল্লেখপঞ্জি দেওয়া হয়েছে। দুটি পঙক্তির মাঝে ১.৫ ইঞ্চি ব্যবধান রাখা হয়েছে। এছাড়া প্রতি পৃষ্ঠার উপরে, নীচে এবং ডান পাশে ১.৫ ইঞ্চি জায়গা এবং বামপাশে বাঁধাই এর জন্য ২ ইঞ্চি জায়গা ছাড়া হয়েছে।

❖ বানানবিধি

নির্বাচিত নাটকগুলিতে কোন চরিত্র বা স্থানের নামের ক্ষেত্রে যে বানান ব্যবহৃত হয়েছে সমগ্র অভিসন্দর্ভে সেই বানানই অনুসৃত হয়েছে। আর তা হয়েছে আমার তত্ত্বাবধায়িকার নির্দেশানুসারে। যেমন ‘বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্’ নাটকটিতে ব্রিটিশ বানান এইভাবে লেখা হয়েছে। তাই নাটকটির বর্ণনায় সর্বত্র এই বানানই রক্ষিত হয়েছে। আর বাকি জায়গায় ব্রিটিশ লেখা হয়েছে।

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

ক. সংস্কৃত সাহিত্য ও আধুনিকতা

খ. সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে আধুনিকতা

গ. উনবিংশ-বিংশ-একবিংশ শতকে রচিত ঐতিহাসিক নাটক এবং তার পটভূমি

ক. সংস্কৃত ভাষা ও আধুনিকতা

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য কথাটি আজও যেন অনেকের কাছে অলীক কোন বস্তু। সংস্কৃতভাষা মানেই উপনিষদ, দর্শন, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। আর এই ভাষার সাহিত্যিক মানেই অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস প্রমুখ। কিন্তু একথা সত্য যে, সংস্কৃত কাব্য রচনার ধারা থেমে থাকেনি। অর্থাৎ সংস্কৃত স্রোতস্বিনীর ধারা প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বিশ শতকেও এতটুকু ক্ষীণতোয়া নয়। স্বাধীনোত্তর ভারতে এমন সংস্কৃতপ্রেমী রয়েছেন যারা সংস্কৃতের প্রতি একান্ত অনুরাগে সেই ধারাকে সদা প্রবাহিত রেখেছেন। মৌলিক সাহিত্য রচনায় তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, আধুনিক বলতে কী বুঝবে। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘আধুনিক কাব্য’ প্রবন্ধের গোড়াতেই বলেছেন – ‘নদী সামনের দিকে চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলেনা। যখন সে বাঁক নেয়, তখন সেই বাঁকাটাকেই বলতে হবে মর্ডান। বাংলায় বলা যায় আধুনিক’।

সময়ের গণ্ডিতে আধুনিকতাকে বাঁধা কখনই সম্ভব নয়। কারণ ১৯৪৭ – এ যেটা আধুনিক ছিল ২০২১ – এ তা আধুনিক নয়। আবার এমন অনেক বিষয় আছে যা চিরকালই আধুনিক। প্রকৃতপক্ষে কোন সময় থেকে যে আধুনিকতার শুরু তা উল্লেখ করা অসম্ভব। এখানেও আমাদের দিশা দেখায় সেই কবিগুরু। তিনি বললেন – ‘পাঁজি মিলিয়ে মর্ডানের সীমানা নির্ধারণ করবে কে।এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে’।

খ. সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে আধুনিকতা

দৃশ্য ও শ্রব্য ভেদে কবিকৃতির দুটি বিভাগ আলংকারিকদের দ্বারা স্বীকৃত। শ্রব্যকাব্য অপেক্ষা দৃশ্যকাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনবিদিত। মঞ্চাভিনয়ের জন্যই সহৃদয়গণ দৃশ্যকাব্যের রসোপলব্ধি অনায়াসেই করে থাকেন। আর তাই আলংকারিক বামন বললেন –

সন্দর্ভেষু দশরূপকং শ্রেয়ঃ।¹

এবারে আসি দৃশ্যকাব্যে আধুনিকতা প্রসঙ্গে। বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, ভাষা ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে বিশ, একুশ শতকের সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য প্রকৃতিপক্ষেই হয়ে উঠেছে যুগমুকুর। নকশাল আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন থেকে শুরু করে বিধবা বিবাহ, পণপ্রথা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে সংস্কৃত নাটক রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। পড়েছে ব্রেখট এর A Effect এবং বাদল সরকারের 3rd Theatre – এর প্রভাব। প্রাদেশিক ভাষার শব্দ ও প্রবাদ অনায়াসে স্থান পেয়েছে সংস্কৃত নাটকে। নায়ক, নায়িকার নির্বাচনেও এ যুগের সংস্কৃত নাটক উল্লেখের দাবি রাখে। মহাপুরুষ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে দেশপ্রেমিকরাও হয়েছে নাটকের নায়ক বা নায়িকা।

¹ কাব্যালংকারসূত্রবৃতিঃ, পৃ. ৩৭

গ. ঊনবিংশ, বিংশ, একবিংশ শতকে রচিত ঐতিহাসিক নাটকের পটভূমি

বিংশ, একুশ শতকের ঐতিহাসিক নাটকের প্রেক্ষাপট সত্যিই মনে দাগ কাটে। দুটি বিশ্বযুদ্ধ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন, সত্যগ্রহ আন্দোলন, ভারত-চীনের যুদ্ধ, বাংলাদেশের অভ্যুত্থান ইত্যাদি পটভূমিতে সংস্কৃত নাট্যকারেরাও অব্যাহত রেখেছেন তাঁদের লেখনীর ধারা। ঐতিহাসিক এই জন্যই বলা কারণ ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা বা চরিত্রকে ভিত্তি করেই অনেক নাটক রচিত হয়েছে। অনান্য প্রাদেশিক ভাষার মত সংস্কৃত ভাষাতেও ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্র হয়েছে মেবারের রাণা প্রতাপাদিত্য থেকে মারাঠাবীর শিবাজী। মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ রাণা প্রতাপকে কেন্দ্র করে লিখেছেন ‘মিবারপ্রতাপম্’ (১৯৪৫) এবং শিবাজীর বীরত্বাবলম্বনে লিখেছেন ‘শিবাজীচরিতম্’ (১৯৪২)। বাংলাভাষাতেও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছেন ‘প্রতাপসিংহ’ (১৯০৫), ‘মেবারপতন’ (১৯০৮) ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্তের ‘রাজপুতজীবনসন্ধ্যা’ (১৮৭৮) এবং ‘মহারাষ্ট্রজীবনপ্রভাত’ (১৮৭৯) উপন্যাস দুটির নাম অবশ্য উল্লেখ্য। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয় স্পর্শ করেছে। সংস্কৃত সাহিত্যিকরাও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতিহাসের পাতা থেকে অদমনীয় সব চরিত্রকে তাঁদের রচনায় মুখ্য চরিত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাই বাংলার বীর বিপ্লবীরাও অনায়াসেই স্থান পেয়েছে সংস্কৃত নাটকে। যেমন বাঘাযতীন, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ। বাংলার নাট্যকার নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ বীর বিপ্লবী বাঘাযতীনের সঙ্গে টেগার্ড বাহিনীর যুদ্ধের বর্ণনায় লিখলেন ‘বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্’ (১৯৮৮)। এই যুদ্ধে বাঘাযতীনের আত্মবলিদান বাংলা কবিতাতেও নানাভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন ‘নব

ভারতের হলদিঘাট’। এছাড়াও যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ‘বিপ্লবী যতীন্দ্র সুরগে’, রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরের ‘অগ্রণী’ প্রভৃতি কবিতায় বাঘাযতীনের বীরত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের ঘটনাকে কেন্দ্র রামকৃষ্ণ শর্মা লিখলেন ‘বাংলাদেশোদয়ম্’ (১৯৭২)। মুখ্য চরিত্রে শেখ মুজিবুর রহমান। মুক্তিযুদ্ধ ও সেই যুদ্ধে তৎকালীন ভারত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা নিয়ে সংস্কৃত ভাষায় একাধিক কাব্য, নাটক, মহাকাব্য রচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে খান আবদুল গফফার চৌধুরী ও অনন্যদাশঙ্কর রায়ের কবিতার কথা না বললেই নয়।

নিম্নে তালিকাকারে দেখা নেয়া যাক বাংলার ও বাংলার বাইরের কিছু ঐতিহাসিক নাটক ও নাট্যকারের নাম –

নাটক	নাট্যকার	প্রকাশনা কাল
১. মিবরপ্রতাপম্	হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ	১৯৪৫
২. শিবাজীচরিতম্	হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ	১৯৪২
৩. বঙ্গীয়প্রতাপম্	হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ	১৯১৮
৪. ভারতলক্ষ্মীনাটকম্	যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	১৯৬৭
৫. সুভাষবিজয়ম্	নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ	-
৬. অমরবীরবৃত্তান্তম্	নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ	-
৭. আত্মনিবেদনম্	নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ	-

৮.বাংলাদেশবিজয়ম্	পদ্মশাস্ত্রী	-
৯.আজাদচন্দ্রশেখরো বীরবরঃ	মদন লাল বর্মা	১৯৯৮
১০.দেশবন্ধু-দেশপ্রিয়ম্	যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী	১৯৭২

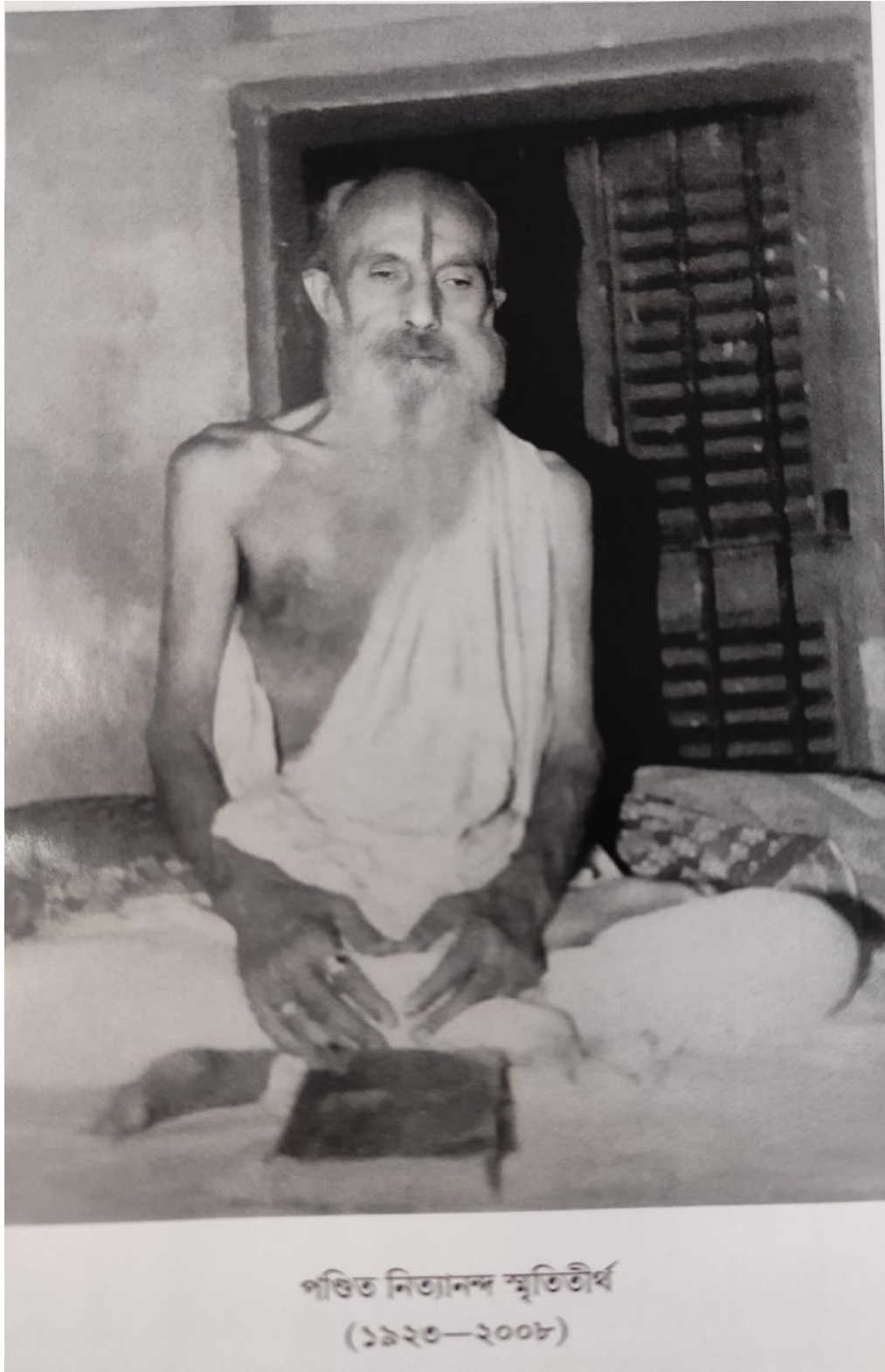
॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

● নির্বাচিত নাট্যকারত্রয়ের জীবনী ও সারস্বত কৃতি

ক. নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ

খ. জি. বি. পলসুলে

গ. রামকৃষ্ণ শর্মা



পণ্ডিত নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ (১৯২৩-২০০৮)

❖ নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থের জীবনী ও সারস্বত কৃতি

नित्यानन्दं व्यापगतमलं यो जनेभ्यः प्रयच्छन्

नित्यानन्दे निजमपि मनो मज्जयन् यो व्यराजत्।

नित्यानन्दो विमलहृदयो यच्च सदा नित्यकृत्यै-

नित्यानन्देऽमरभुवनके साम्प्रतं स प्रयातः॥²

বিশ শতকে সংস্কৃত কাব্য রচনায় নিজেকে সदा নিযুক্ত রেখেছিলেন পণ্ডিত শ্রী নিত্যানন্দ। সংস্কৃতের রত্নভাণ্ডার প্রোজ্জ্বল হয়েছে তাঁর সারস্বত প্রতিভায়। কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শনশাস্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি, ন্যায়শাস্ত্র, মীমাংসাসাশাস্ত্র সাহিত্যের এমন কোন দিক নেই যা তাঁর স্পর্শে সপ্রভ হয়নি। শুধু সংস্কৃত নয়, বাংলা ভাষাতেও শতাধিক কাব্য – প্রবন্ধ রচনা করে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাঁর রচিত সংস্কৃত নাটকের সংখ্যা শতাধিক। এছাড়াও রয়েছে মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ।

এই অধ্যায়ে পণ্ডিত নিত্যানন্দের শিক্ষা, কর্মজীবন ও সারস্বত জীবনের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাঁর প্রাপ্ত সম্মানের উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে তালিকাকারে তাঁর সাহিত্যকৃতির কিছু নিদর্শন প্রদত্ত হল –

² সমাজ ভারতী, পৃ. ১৭

ক. রামায়ণাশ্রিত নাটক

শ্রী রঘুজন্ম-বৃত্তান্তম্, মনঃপ্রসাদনম্, শ্রীবান্মীকিভূলাভম্, বালীবধম্ ইত্যাদি।

খ. মহাভারতাশ্রিত নাটক

কর্ণজীবনম্, ঘটোৎকচবধম্, জয়দ্রথবধম্, দ্রৌপদীমানরক্ষণম্, পাণ্ডবপরীক্ষণম্
ইত্যাদি।

গ. পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক

মহিষাসুরলাঞ্ছনম্, অকালবোধনম্, মাতৃপূজনম্, রক্তবীজবধম্, শুভ্র-নিশুভ্র-ঘাতনম্
ইত্যাদি।

ঘ. মহাপুরুষ বা মনীষীদের জীবনাবলম্বনে রচিত নাটক

বামাচরণবৈভবম্, ভক্তরামপ্রসাদম্, শ্রীগদাধরসম্ভবম্, শ্রীসীতারামাবির্ভাবম্ ইত্যাদি।

ঙ. অবিস্মরণীয় পণ্ডিত প্রবরদের কীর্তি অবলম্বনে রচিত নাটক

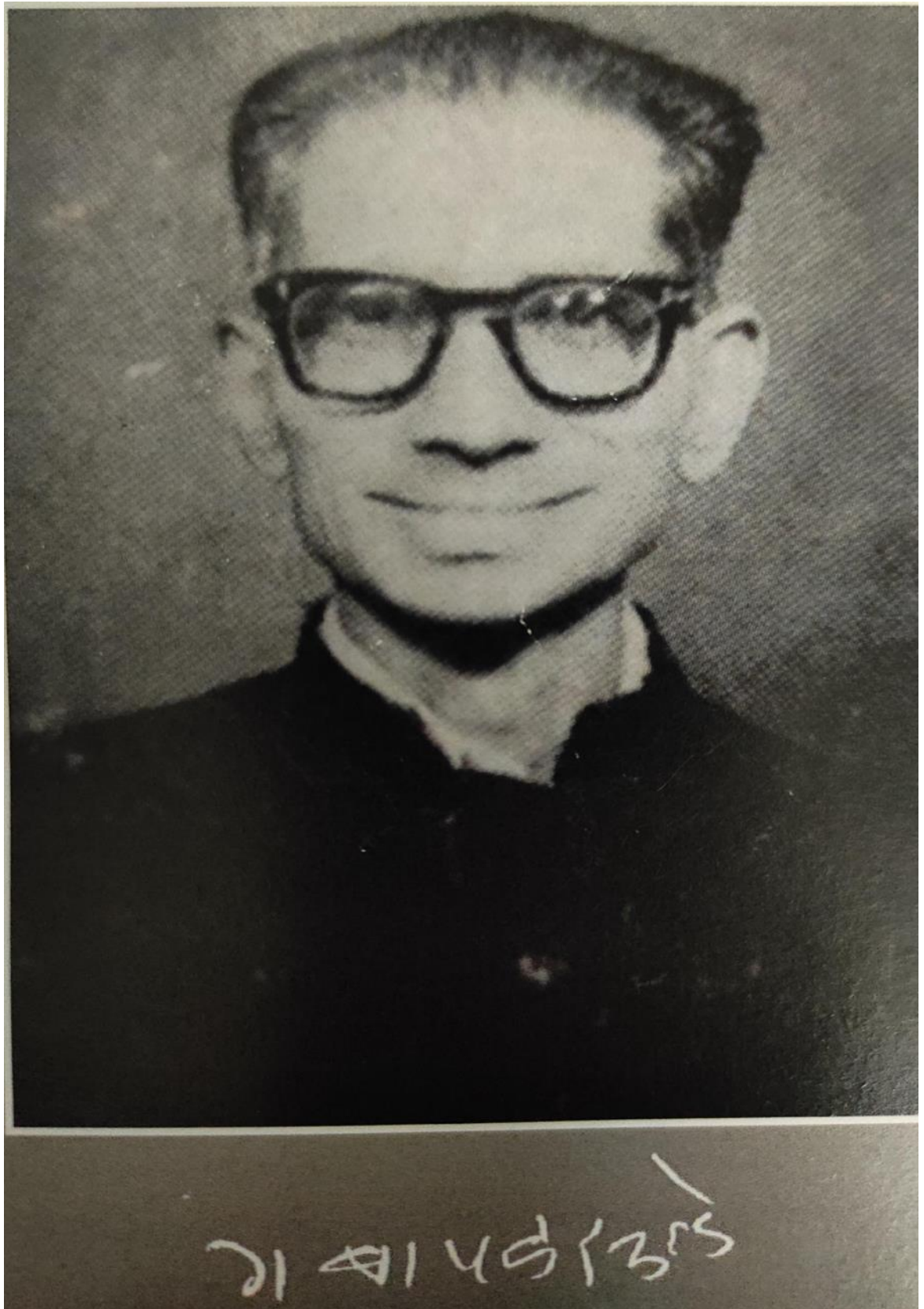
বোপদেববন্দনম্, রঘুনন্দনবন্দনম্, তর্করত্নাভিবন্দনম্, তর্কচাৰ্য-প্রবন্দনম্,
বিদ্যাসাগরপ্রবন্দনম্ প্রভৃতি।

চ. স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবলম্বন করে রচিত নাটক

সুশীলবিজয়ম্, আহ্নানিবেদনম্, বালেশ্বর-মহাযুদ্ধম্, সুভাষবিজয়ম্ প্রভৃতি।

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রমুখের রচনার সংস্কৃত অনুবাদ, কিংবদন্তী,
সমসাময়িক সমস্যা, সংস্কৃতির দুরাবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের আশ্রয়ে অজস্র নাটক তিনি

রচনা করেছেন। শুধু নাট্যকার নয়, মহাকবি, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক, নাট্যনির্দেশক হিসেবেও তিনি ছিলেন ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক বিরল নিদর্শন।



জি. বি. পলসুলে (১৯২১-২০০৫)

❖ জি.বি পলসুলের জীবনী ও সারস্বত কৃতি

प्रज्ञाप्रकर्षरसिकत्वसहाधिवासं ग्रन्थेषु भिन्नविषयेषु निदर्शयन्तम्।

वाग्देवतासमुपलब्धकृपाप्रसादं वन्दे गजाननं परमादरेण॥³

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর মহারাষ্ট্রের সাতারা গ্রামে গজানন বালকৃষ্ণ পলসুলের জন্ম। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। কাব্যশাস্ত্র, ব্যাকরণ, উপনিষদ, ভাষাতত্ত্ব – সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর লেখনী সাবলীল। তাঁর প্রত্যেকটি রচনাতেই অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্য পরিলক্ষিত হয়। ব্যাকরণের নিগূঢ়তা তাঁর রচনাকে ভারাক্রান্ত করেনি কখনই। সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি মারাঠী ভাষার সাহিত্য রচনাতেও তাঁর কৃতিত্ব প্রশংসার্হ।

এই অধ্যায়ে পলসুলে মহোদয়ের শিক্ষাজীবন থেকে শুরু করে কর্মজীবন ও সারস্বতজীবনের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে তাঁর রচিত শাস্ত্রীয়, মৌলিক ও অনূদিত রচনার একটি তালিকা দেওয়া হল –

১. শাস্ত্রীয় রচনা –

ক. কবিকল্পদ্রুমঃ (বোপদেবীয় ধাতুপাঠের সংস্করণ)

খ. যুভাতঃ সংস্কৃতং প্রতি

গ. মহাভাষ্যদীপিকায়াঃ কতিপয়খণ্ডানাঞ্চিকিৎসক-সম্পাদনম্

³ সমাপর্গম্, পৃ. ১৫৪

ঘ. *Sanskrit Dhatupathas: A Critical Study.*

ঙ. *A Concordance of the Sanskrit Dhatupathas*

চ. *Sixty Upanisads of the vedas*

ছ. *Verbal Forms of the Rgveda (Mandala vi)*

জ. সংস্কৃতচা ইতিহাস আৰি পূৰ্বেতিহাস(মারাठी व्याख्यानमाला)

ঝ. সংস্কৃত-ভাষেচা কাহী সমস্যাংবর আধুনিক ভাষাশাস্ত্রানে টাকলেলা
প্রকাশ(माराठी व्याख्यानमाला)

ঞ. বৈদিক ভাষেচা জড়ণঘড়নীচে কাহী পৈলু(माराठी व्याख्यानमाला)

২. মৌলিক রচনা –

ক. সমানমস্ত্ত বো মনঃ (নাটক)

খ. ধন্যোহহং ধন্যোহহম্ (নাটক)

গ. ভাসোহহাসঃ (নাটক)

ঘ. উত্তিষ্ঠ কৌত্তেয় (নাটক)

ঙ. বিনায়ক-বীরগাথা (চরিতগদ্য)

চ. বিবেকানন্দচরিতম্ (চরিতগদ্য)

ছ. বৈনায়কম্ (মহাকাব্য)

৩. অনূদিত রচনা –

ক. কাব্য – অগ্নিজা, কমলা, তুকা ব্যক্তি

খ. নাটক – ভ্রাতৃকলহ (অপ্রকাশিত), অথাতো জ্ঞানদেবোহভূৎ, ধন্যোয়ং
গায়নী কলা, যদা রায়দুর্গা জাগতি, অত্র মৃত্যুর্বিলাজিতঃ, অক্ষং যুগম্,
উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়।



रामकृष्ण शर्मा—पुत्र पं० शिवराम शास्त्री

রামকৃষ্ণ শর্মা (জন্ম – ১৯৩৬)

❖ রামকৃষ্ণ শর্মার জীবনী ও সারস্বত কৃতি

উত্তরপ্রদেশের গড়বাল জেলার চোপড়াকোটে ১৯৩৬ সালে কবি রামকৃষ্ণ শর্মার জন্ম। তাঁর প্রথম নাটক ‘বাংলাদেশোদয়ম্’। সংস্কৃতের প্রচলিত নাট্যপরম্পরাকে ভেঙে সম্পূর্ণ ভিন্নস্বাদের এক নাটক রচনা করে তিনি অনন্য সাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এই অধ্যায়ে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা, কর্মজীবন ও সারস্বত জীবনের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে তাঁর সাহিত্যকৃতির একটি তালিকা দেওয়া হল –

১. সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত রচনা –

ক. বাংলাদেশোদয়ম্

খ. বিড়ম্বনা

গ. প্রণয়বিচ্ছেদ

ঘ. কণ্বাশ্রম্

ঙ. অর্থভাস্কর (পারস্কর গ্রন্থ সূত্রের টীকা)

চ. সংস্কৃত এবং অভিনব ভারত (হিন্দী)

২. অপ্রকাশিত রচনা –

ক. অভিনবভারতচম্পূ (সংস্কৃত)

খ. গীতমঞ্জরী (সংস্কৃত গান)

ঙ. সংস্কৃত এবং মর্ডান ইন্ডিয়া (ইংরেজী)

এছাড়াও সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় রচিত তাঁর অনেক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত
গবেষণা পত্রও রয়েছে।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

- বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্ : একটি সমীক্ষা

ক. নাটকের অঙ্কভিত্তিক বিষয়বস্তু

খ. নামকরণের তাৎপর্য

গ. নাট্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ঘ. ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিচার

ঙ. তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার চিত্রণ

চ. ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয় প্রদর্শন

❖ বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্ : একটি সমীক্ষা

রচনা কাল – ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ।

মুখ্য চরিত্র – যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘাযতীন, চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন, জ্যোতিষ, চার্লস টেগার্ড।

পণ্ডিত নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চাশবর্ষিষ্ঠ এই নাটকটি রচনা করেন। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘাযতীনের সঙ্গে টেগার্ডবাহিনীর যুদ্ধই নাটকটির প্রেক্ষাপট। নাটকের প্রতিটি অঙ্কই আবার কয়েকটি দৃশ্যে বিভক্ত। প্রথাগত নান্দীর মধ্যে দিয়েই নাটকটির সূত্রপাত। নিম্নে বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হল –

প্রথমাক্ষে প্রথমদৃশ্য – নান্দী শ্লোকের পরেই আমুখে সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিক কলাকুশলীদের কথালোপ থেকে জানা যায় যে বীর বিপ্লবী বাঘাযতীনের দেশপ্রেমকে আশ্রয় করে রচিত নাটক মঞ্চস্থ হবে।

প্রথমাক্ষে দ্বিতীয়দৃশ্য – যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের জার্মান থেকে অস্ত্রাদি সংগ্রহ বিষয়ক কথোপকথন।

দ্বিতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য – বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ও ভারতসচিবের বিপ্লবীদের কার্যকলাপ বিষয়ক বার্তালোপ।

দ্বিতীয়াঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য – জার্মান থেকে অস্ত্রাদি আসতে বিলম্ব হয়। তাই দেখে বাঘাযতীন ও তাঁর সঙ্গীরা শঙ্কা প্রকাশ করে যে, ইংরেজরা নিশ্চয় সমস্ত খবর জানতে পেরেছে।

তৃতীয়াঙ্কে প্রথমদৃশ্য – বিপ্লবীদের কার্যকলাপ দেখে বঙ্গরাজ্যপাল ও টেগার্ড সাহেব তাদের উপর কিভাবে অত্যাচার করবে তার বিবরণ।

চতুর্থাঙ্কে প্রথমদৃশ্য – যতীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গীদের জানায় অস্ত্র ছাড়াই তাঁরা যুদ্ধ করবে। পরাধীন ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণ অনেক শ্রেয়।

চতুর্থাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য – বিপ্লবীদের উপর নৃশংস অত্যাচারের বর্ণনা।

পঞ্চমাঙ্কে প্রথমদৃশ্য – সমস্ত দেশে দেশে বিপ্লবীদের দুর্বৃত্ত হিসেবে ঘোষণা।

পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয়দৃশ্য – এই দৃশ্যে আছে যুদ্ধের বর্ণনা এবং যতীন্দ্রনাথের আত্মবলিদানের মধ্যে দিয়ে নাটকের সমাপ্তি।

বিষয়বস্তুর নির্বাচনেই এই নাটকের অভিনবত্ব। কবি সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের ঐতিহ্য মেনেই নাটকের নামকরণ করেছেন। বালেশ্বরের যুদ্ধই এই নাটকের উপজীব্য তাই নামকরণ যথার্থই হয়েছে। নাটকটির সমাপ্তি সহৃদয়মনে এক চিরস্থায়ী বিষাদের সুর ছেড়ে যায়। সম্পূর্ণ নাটকটি অত্যন্ত সাবলীল সংস্কৃতে রচিত। আর এই সাবলীলতাই যেন নিত্যানন্দের বিশেষত্ব। মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনে যতীন্দ্রনাথের এই আত্মত্যাগকে অপূর্ব নাট্যরূপ দিয়ে নিজের সারস্বত প্রতিভার বর্ণময় প্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি।

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

- ধন্যোহং ধন্যোহম্ – একটি সমীক্ষা

ক. নাটকের অঙ্কভিত্তিক বিষয়বস্তু

খ. নামকরণের তাৎপর্য

গ. নাট্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ঘ. ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিচার

ঙ. তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার চিত্রণ

চ. ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয় প্রদর্শন

❖ ধন্যোহং ধন্যোহহম্ – একটি সমীক্ষা

প্রকাশনা কাল – ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ।

মুখ্য চরিত্র – বিনায়ক দামোদর সাভারকার, সাভারকার পত্নী মাঈ, সাভারকারের দাদা, নিরঞ্জন প্রমুখ।

চারটি অঙ্কে বিধৃত ‘ধন্যোহং ধন্যোহহম্’ নাটকে কবি জি. বি. পলসুলে সাভারকারের ব্যক্তিজীবন, আদর্শ ও দেশপ্রেমের অপূর্ব বর্ণনা করেছেন। কবি নিজেই বলেছেন –

‘মম দ্বৈ শ্রদ্ধাস্থানে স্তঃ। সংস্কৃতং তথা চ সাবরকারঃ’।^৪

পলসুলে এই রচনার মাধ্যমে বিনায়কের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। এখানে সংক্ষেপে নাটকের কথবস্তু আলোচিত হল –

নাটকের প্রারম্ভে আমুখে দেখা যায় দিল্লীর লালকেল্লার বিচারালয়ে গান্ধী হত্যার অভিযোগে সাভারকার ও অন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিচারপর্ব চলছে। সেখানে সাভারকার নিজেকে নির্দোষ প্রমাণে তৎপর। প্রথমাঙ্কের প্রথম – দ্বিতীয় দৃশ্যে সাভারকারের গৃহে স্বাধীনতার বিষয়ে প্রখর বিচার বিমর্শ চলতে দেখা যায়।

দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথমদৃশ্যে ব্রায়টনের সমুদ্রতীরে সাভারকার ও নিরঞ্জনের কথোপকথনে নয়নসুভগ প্রকৃতিসৌন্দর্য পরিস্ফুট হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যে যথাক্রমে সাভারকার ও তাঁর পত্নীর বার্তালাপ দেখা যায়।

^৪ নবভারতের হলদিঘাট (প্রলয়শিখা কাব্যগ্রন্থ), পৃ. ১০৮

তৃতীয়াঙ্কে সাভারকারের গৃহে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের বর্ণনা।

চতুর্থাঙ্কের প্রথমদৃশ্যে পুনরায় আমুখে ফিরে গেছেন নাট্যকার। যবনিকা উত্তোলনের পরে ধীরে ধীরে মঞ্চে আলোর প্রকাশ হয়। এখানেই নাট্যকারের অভিনব শৈলীর পরিচয় পায় আমরা। দ্বিতীয়দৃশ্যে সাভারকারের ‘আজ আমি ধন্য আজ আর আমার কোন কর্মই অবশিষ্ট নেই’ – এই উক্তির মধ্যে দিয়েই নাটকের পরিসমাপ্তি।

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

- **বাংলাদেশোদয়ম্ – একটি সমীক্ষা**

ক. নাটকের অঙ্কভিত্তিক বিষয়বস্তু

খ. নামকরণের তাৎপর্য

গ. নাট্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ঘ. ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিচার

ঙ. তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার চিত্রণ

চ. ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয় প্রদর্শন

❖ বাংলাদেশোদয় – একটি সমীক্ষা

প্রকাশনা কাল – ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ।

মুখ্য চরিত্র – মুজিবুর রহমান, ইন্দিরা গান্ধী, ইয়াহিয়া খান প্রমুখ।

নিম্নে নাটকটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে উল্লিখিত হল –

প্রথমাক্ষে আমরা দেখি, ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এক সাংবাদিক সম্মেলনে মাতৃভূমির প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন। সম্মেলনের পর তিনি রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে যান।

দ্বিতীয়াঙ্কে বিষ্ণুভূক্তকে তিনজন মহিলার কথোপকথনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিস্তারিত পার্থক্যের ছবি ফুটে ওঠে।

তৃতীয়াঙ্কে নির্বাচনে জয়লাভের পর মুজিবের গণতন্ত্র বিষয়ক ভাষণ এবং দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশনা।

পরবর্তী অঙ্কে প্রবেশকে লাহোরের এক পানশালার বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে পানশালার মালিক ও এক মদ্যপ ব্যক্তির কথোপকথনে জানা যায়, ইয়াহিয়া খান ঢাকায় রওনা হয়েছে, লাহোরে ভারতীয় বিমান অবরোধ করা হবে ইত্যাদি। এরপরেই পাক শাসকেরা মুজিবকে গ্রেফতার করে এবং বাঙালীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাতে থাকে।

পঞ্চমাক্ষে পূর্ববঙ্গের অসহায় নিপীড়িত মানুষদের এক করুণ চিত্র ফুটে ওঠে।

ষষ্ঠাঙ্কে দেখি, পূর্ববঙ্গের অসহায় মানুষেরা ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও অন্যান্য নেতা মন্ত্রীরা সেই শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে।

সপ্তমাঙ্কে ভারতীয় সেনাদের সাহস ও বীরত্বের বর্ণনা। এই অঙ্কেই দেখা যায় পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের ও পূর্ববঙ্গের মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ। আর পাক সেনাদের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা।

অষ্টমাঙ্কে দেখা যায় ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ৯৩,০০০ সৈন্য সহ পাকিস্তান আত্মসমর্পণ করে।

পরবর্তী অঙ্কে ইয়াহিয়া খান ভারতীয় দূতের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন।

শেষ অর্থাৎ দশম অঙ্কে বাংলাদেশের মুক্তিতে নিবেদিত প্রাণ সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। আর মুজিবুর কথিত প্রসিদ্ধ ভরতবাক্যের মধ্যে দিয়ে নাটকটির সমাপ্তি ঘটে –

“গङ्गा च यमुना यादद् বङ্গাসিন্ধু-হিমালয়ৌ

বঙ্গ-ভারতযোর্মৈত্রী তাবত্ স্থাস্যতি ভূতলৌ।

স্বাধীনা স্মো বয়ন্ত্বদ্য স্বপ্রমফলভোগিনঃ

গীতা-কুরানযোঃ পাঠং কুর্যাস্মি সহিতা সদা।।”^৫

নাটকের মঞ্চায়নে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। নাটককে বেশী দীর্ঘায়িত করা যায়না। তাই নাট্যকার সময়ের কথা মাথায় রেখে অঙ্কগুলিকে কয়েকটি দৃশ্যে বিভক্ত করেছেন। আবার প্রবেশককে

^৫ বৈনায়কম্, পৃ. ১৯

দু'টি দৃশ্যে ভাগ করার মতো সাহসী পদক্ষেপও নিয়েছেন। পাকিস্তানী চরিত্রদের সংলাপে সংস্কৃতের পাশাপাশি উর্দু শব্দের প্রয়োগ করেছেন সুনিপুণভাবে।

‘সদকে রিয়াসাত -----ফীল্ডমার্শাল মুর্করমী যাহ্যাখান।’⁶

প্রয়োজনানুসারে তিনি উর্দু শব্দকে সংস্কৃতায়িত করেছেন। যেমন –

খরস্বভাবা: ----- খরদিমাগ

প্রস্রাব ----- পেশাব

সুরাধি ----- সুরাহী

একইভাবে তিনি বাঙালী চরিত্রদের মুখে বাংলা ভাষার প্রয়োগ করেছেন তাদের অনুভূতিকে প্রাঞ্জল করার জন্য। যেমন –

‘এই শিশুদের প্রতি দোয়া করো, দোয়া করো। এরা তোমাদের কি ক্ষতি করেছে।’⁷

নাটকে গানের প্রয়োগও হৃদয়স্পর্শী। সর্বোপরি বলা যায় সংস্কৃত কাব্যাকাশে শ্রী রামকৃষ্ণ শর্মার কারয়িত্রী প্রতিভার এক বর্ণময় দৃষ্টান্ত ‘বাংলাদেশোদয়ম্’।

⁶ বাংলাদেশোদয়ম্, পৃ. ২০৮

⁷ তত্রৈব, পৃ. ৪৮

॥ উপসংহার ॥

न स शब्दो न तद् वाच्यं न स न्यायो न सा कला।

জায়তে যন্ন কাব্যঙ্গমহো ভারো মহান্ কবেঃ॥^৪

আমাদের প্রতিদিনের চেনা জগৎ এবং অতি পরিচিত কাহিনীও কবির লেখনীর স্পর্শে কাব্যের বিষয় হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা আন্দোলনও তার ব্যতিক্রম নয়। অভিসন্দর্ভের আলোচ্য তিনটি নাটকের প্রেক্ষাপট স্বাধীনতা আন্দোলন। এই আন্দোলনকে আশ্রয় করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য সাহিত্য রচিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। সংস্কৃত ভাষার কবিরাও সেই রচনাধারা থেকে বিরত হননি। নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ, জি. বি. পলসুলে, রামকৃষ্ণ শর্মা প্রমুখ কবিরা তাঁদের অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে এই অতি গম্ভীর বিষয়কে অপূর্ব নাট্যরূপ দিয়েছেন। ফলতঃ আমরা একদিকে ঐতিহাসিক তথ্যে ঋদ্ধ হই, অপরদিকে নাট্যরসও আশ্বাদন করতে পারি। বিষয়বস্তু, নায়কনির্বাচন, রচনারীতি, ভাষাসৌষ্ঠব প্রভৃতি দিক থেকে এই কবিরা তাঁদের রচনায় সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য রচনার ধারাকে যেমন অনুসরণ করেছেন তেমন স্বকীয় ভাবনাকেও নির্দিধায় সহৃদয় সমক্ষে তুলে ধরেছেন। আমরা জানি সাহিত্যে সময়ের প্রতিফলন ঘটে। সমাজকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। বর্তমান সমাজে মানুষের নিকট বিনোদনের অনেক মাধ্যম উপস্থিত হয়েছে কিন্তু প্রাচীনকালে নাটকই ছিল এক অন্যতম মাধ্যম। আজকের এই প্রতিযোগিতার যুগে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে নাটককে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতার ছোঁয়া দিতেই হবে। বিশ শতকের কবিরা সেই কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করেছেন।

^৪ কাব্যালংকার, সম্পা. রমণকুমার শর্মা ৪/৫

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়

প্রথমতঃ, তিনটি নাটকই বিষয়বস্তুগত দিক থেকে আধুনিক। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বিপ্লবী বাঘাযতীনের সঙ্গে ব্রিটিশ পুলিশের যুদ্ধকে আশ্রয় করে রচিত নিত্যানন্দের নাটক ‘বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্’। নাটকটি রচিত হয়েছে ১৯৮৮ সালে। কিন্তু বালেশ্বরের যুদ্ধ হয়েছিল ১৯১৫ সালে। স্বাধীনতার প্রায় ৪০ বছর পরে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে নাটক রচনা বিষয়টির জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। ইতিহাসকে আশ্রয় করে নাটকটি রচিত হওয়ায় কবিকে অনেকাংশে কল্পনাবিলাস পরিহার করতে হয়েছে। অভিসন্দর্ভে আলোচিত অপর একটি নাটক মহারাষ্ট্রের জি. বি. পলসুলে বিরচিত ‘ধন্যোহহং ধন্যোহহম্’। এই নাটকটি দেশপ্রেমিক বিনায়ক দামোদর সাভারকারের চরিত্রাশ্রিত। বিপ্লবীদের জীবনী ও সংগ্রামকে কেন্দ্র করে নাটক রচনা বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ‘বাংলাদেশোদয়ম্’ নামক নাটকটিও আলোচিত হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে। আমরা সকলেই ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে পরিচিত। এই যুদ্ধের পর বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়। কবি রামকৃষ্ণ শর্মা যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ ১৯৭২-এ নাটকটি রচনা করেন। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে বিশ শতকের নাট্যকারেরা তাঁদের রচনার বিষয়বস্তু নির্বাচনে পৌরাণিক বিষয়ের অপেক্ষা সমকালীন বাস্তবতাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ, ভাষার ব্যবহারেও কবিরা প্রচলিত নিয়মকে লঙ্ঘন করেছেন। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী নাটকের স্ত্রীচরিত্রদের ভাষা হবে প্রাকৃত। কিন্তু বর্তমান কবিরা তাঁদের রচনায় প্রাকৃতভাষা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে নাটকের সমস্ত পাত্র-পাত্রীর মুখে সংস্কৃত বসিয়েছেন। তার পাশাপাশি দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার কমেছে। নাটক রচনার উদ্দেশ্য যেহেতু সহৃদয়ের চিত্তের আনন্দবিধান তাই ভাষায় প্রসাদগুণের

বাহুল্য লক্ষিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন চরিত্রের মনোগত ভাবনাকে সুস্পষ্ট রূপ দিতে তাদের মুখে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ করেছেন কবিরা অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে। বাঙালী চরিত্রের মুখে বাংলা ভাষা, মারাঠী চরিত্রের মুখে মারাঠী ভাষা ও পাকিস্তানী চরিত্রদের জন্য উর্দু ও ফার্সী ভাষারও ব্যবহার হয়েছে।

তৃতীয়তঃ, গঠনগত দিক থেকেও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে বিশ শতকের নাটকে। প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেই দৃশ্যবিভাগ লক্ষণীয় যা নাটকের মঞ্চবিধিগত এক অভিনবত্ব। এছাড়া নান্দীর অভাব, অর্থোপক্ষেপকের অভাব, নাটকগুলির অক্ষসংখ্যা দীর্ঘায়িত না করে একাঙ্গ নাটকের রচনা ইত্যাদি আধুনিক সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের অভিনবত্ব। যেমন পলসুলের ‘ধন্যোহহং ধন্যোহহম্’ নাটকটি চার অঙ্ক বিশিষ্ট।

সর্বদা যে ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেছেন এমন নয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাচীন পন্থাকেও অনুসরণ করেছেন। যেমন নাটকের অঙ্ক বিভাগ বা ভরতবাক্যের প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয় এখানে উল্লেখনীয়। ‘বাংলাদেশোদয়ম্’ নাটকের ভরতবাক্যটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতেই পারে-

“গঙ্গা চ যমুনা যাবদ্ বঙ্গসিন্ধুহিমালয়ো।

বঙ্গভারতয়োমৈত্রী তাবৎ স্থাস্যতি ভূতলো।”^৭

এবারে আসি আধুনিক নাটকের গানের প্রসঙ্গে। ভারতের ‘নাট্যশাস্ত্র’-এ উল্লিখিত ধ্রুবা গীতি আধুনিক নাটকে বারবার ফিরে এসেছে। আমাদের আলোচ্য নাটকগুলিতেও অনবদ্য গানের প্রয়োগ লক্ষণীয়। এর পাশাপাশি আধুনিক নাটকে আঞ্চলিক ও পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাবও পড়েছে। যেমন- ‘বাংলাদেশোদয়ম্’ নাটকে লোকগীতির প্রয়োগ হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য অনেক নাটকে বাদ্যধ্বনি, যুদ্ধধ্বনি, করুণসঙ্গীত, সুখসঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান প্রভৃতির ব্যবহার উল্লেখ করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ‘বাংলাদেশোদয়ম্’ নাটকে নর্তকীদের গানের উল্লেখ করা যেতে পারে –

“মা...নিপীড় মাহবরোহ,

মা...মথান মেঙ্গকম্।

মাহস্মদীয় উরসি জনয়,

মধুর-মধুর পীড়ণম্।

কামকেতুমানয়ন,

খেল কেলি মন্দিরো।

রোমরাজিমঞ্চয়-

ননঙ্গ রঙ্গ সুন্দরো।

^৭ বাংলাদেশোদয়ম্, পৃ. ২০৮

অয়ি অলম্ অয়ি অলম্,

...অভিনবং যৌবনম্।

অভিনবং যৌবনম্।¹⁰

ভবিষ্যৎ গবেষণার পরিসর

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের পরিসর সুবিস্তৃত। এই অভিসন্দর্ভে শুধুমাত্র ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আশ্রয়ী মাত্র তিনটি সংস্কৃত নাটকের আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক সংস্কৃত ঐতিহাসিক নাটকের সুদীর্ঘ তালিকা সত্যিই আমাদের বিস্ময় উদ্বেক করে। অভিনাট্যী ব্যক্তির এই বিষয়ে গবেষণায় অগ্রসর হতে পারে। শুধুমাত্র ঐতিহাসিক নাটকই নয়, এখানে নির্বাচিত তিনজন কবির অন্যান্য আরও অনেক কাব্য রয়েছে যেগুলি গবেষণার বিষয় হতে পারে।

১. অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে আধুনিক সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য ও সংস্কৃত ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্যের আলোচনাবসরে কিছু নাটকের তালিকা ব্যবহার করা হয়েছে। এই তালিকায় উল্লিখিত বেশ কিছু নাটকে অবলম্বন করে অদ্যাবধি কোনরকম গবেষণা হয়নি। নাটকগুলি বিষয়বস্তুগতভাবে আধুনিক। কিছু নাটক প্রচলিত বিষয়ের আধারে রচিত হলেও অন্যান্য বিষয়ে অভিনবত্ব এনেছেন নাট্যকারেরা। এই নাটকগুলি গবেষণার জন্য নির্বাচিত হতে পারে।

২. নাট্যকারদের সামগ্রিক সারস্বতকৃতিকেও গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা যায়। এখানে নির্বাচিত তিনজন কবি ছাড়া অনেক পণ্ডিত রয়েছেন যাঁদের সারস্বতকৃতি

¹⁰ বাংলাদেশোদয়ম্, পৃ. ৩৪

আজও অনেকাংশে লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে সেই সমস্ত পণ্ডিতদের রচনাবলীর উপর আলোকপাতের চেষ্টা করা যেতে পারে।

৩. পণ্ডিত নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থের এমন অনেক নাটক রয়েছে যেগুলি আজও অপ্রকাশিত। বিবিধ বিষয়ের আশ্রয়ে রচিত নাটকগুলি নিয়ে গবেষণামূলক কাজ হতে পারে। নিত্যানন্দের এই নাট্যসম্ভারের সুবিস্তৃত তালিকা অধ্যাপিকা ঋতা চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘শতবর্ষে কবি নিত্যানন্দ’ নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। গবেষণাভিলাষী ব্যক্তি এই ঋদ্ধ গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে পারেন। আমিও আমার গবেষণার কাজে এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্তীর নিকট ঋণী।

৪. এই অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে গজানন বালকৃষ্ণ পলসুলে বিরচিত *ধন্যোহহং* *ধন্যোহহম্* নাটকটি আলোচিত হয়েছে। নাটকটির নায়ক মহারাষ্ট্রের অন্যতম দেশপ্রেমিক বিনায়ক দামোদর সাভারকার। সাভারকারের জীবন ও দর্শনকে আশ্রয় করে কবি পলসুলে *বৈনায়কম্* নামক ২৫টি সর্গাশ্রিত একটি মহাকাব্য রচনা করেন। এই মহাকাব্যটিও গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচিত হতে পারে। অধ্যাপক সত্যব্রত শাস্ত্রী মহাকাব্যটির বিষয়ে বলেছেন-

“The Vaināyakakāvya is one of the finest of the poetic creations in Sanskrit, absorbingly interesting in its theme, exquisitely charming in its poetic matrix and highly innovative in its artistic presentation. Dr. Palsule has added through it a yet another fragrant flower to the expanding grove of modern Sanskrit poetry for which he deserves full plaudits.”¹¹

¹¹ *বৈনায়কম্*, Foreword, পৃ. ১০

পরিশেষে একথা বলতেই পারি আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক ক্ষেত্র অদ্যাবধি অনুমোচিত থেকে গেছে। এই অভিসন্দর্ভের মধ্যে দিয়ে সেই বিস্তৃত রচনাসম্ভারের একটি ক্ষুদ্র অংশকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছি মাত্র। অন্তিমে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রখ্যাত কবি মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের উক্তিটি অবশ্য উল্লেখ্যই –

“নূতনগ্রহণে নাস্তি পরীক্ষাপেক্ষা, নূতনত্বমেব গ্রহণপ্রযোজকম্। পশ্য –

“নবং নারিকেলং নবীনঞ্চ চেলং

রমাঞ্চাপি নব্যং গৃহং নূতনঞ্চ।

বচশ্চাপ্যপূর্বং বিশেষেণ সর্বং

রসজ্ঞাঃ পুরাণাচ্চিরায়াদ্রিয়ন্তে।।”¹²

অর্থাৎ সমস্ত রসজ্ঞ ব্যক্তিরই সর্বদাই পুরাতনের থেকে নূতন নারিকেল, নূতন বস্ত্র, নববধূ, নূতন গৃহ এবং সর্বপরি নূতন বাক্য-কে বিশেষভাবে সমাদর করেন।

¹² মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের সারস্বত সাধনা, পৃ. ২১৩

॥ গ্রন্থপঞ্জি ॥

সংস্কৃত গ্রন্থ:

ক. আকর গ্রন্থ

ধন্যোহহং ধন্যোহহম্

শারদা গৌরব গ্রন্থমালা, পুণে, ১৯৭২।

বালেশ্বরমহাযুদ্ধম্

(নিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ-প্রণীতম্)

বাংলাদেশোদয়ম্

(রামকৃষ্ণশর্ম-বিরচিতম্)

সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি।

নাগ প্রকাশক, দিল্লী, ১৯৯৮ (সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ)।

খ. প্রাচীন গ্রন্থ

ঔচিত্যবিচারচর্চা (ক্ষেমেন্দ্র
বিরচিতা)

কাব্যপ্রকাশঃ (মন্মটপ্রণীতঃ)

(সম্পা.) ব্রজমোহন ঝা, বারাণসী, ১৯৯২ চতুর্থসংস্করণ।

(সম্পা.) ভট্টবামনাচার্যঝঙ্কিকর (বালবোধিনীটীকা
সহিত), নির্ণয় সাগর প্রেস, মুম্বাই, ১৯০৯ (২য়সংস্করণ)।

কাব্যমীমাংসা (রাজশেখরকৃতা)

(সম্পা.) সি. ডি. দালালএবংআর. এ. শাস্ত্রী (সংশোধিত ও
পরিবর্ধিত), কে. এস. রামস্বামী শাস্ত্রী শিরোমণি,
ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট, বরোদা, ১৯৩৪ (৩য়সংস্করণ)।

কাব্যাদর্শঃ (দণ্ড্যাচার্যবিরচিতঃ)

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য বিরচিত মালিন্যপ্রোঙ্খনী
টীকায়ুক্ত, (সম্পা.) চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য
পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা, ১৯৯৫।

কাব্যালঙ্কারঃ (ভামহবিরচিতঃ)

(সম্পা.) রমণকুমার শর্মা, বিদ্যানিধি প্রকাশন, দিল্লী, ২০০৮।

দশরূপকম্ (ধনঞ্জয়কৃতম্)

(সম্পা.) টি বেক্টাচার্য, দি অড্যার লাইব্রেরী এণ্ড
রিসার্চসেন্টার, অড্যার, মাদ্রাজ, ১৯৬৯।

ধ্বন্যালোকঃ (আনন্দবর্ধনবিরচিতঃ)	(সম্পা.) কে. কৃষ্ণমূর্তি, মোতিলাল বনারসীদাস, দিল্লী, ১৯৮২ (২য় সংস্করণ)।
নাটকচন্দ্রিকা (রূপগোস্থামি- প্রণীতা)	(সম্পা.) প্রকাশ হিন্দীব্যাখ্যা সহিত, (সম্পা.) বাবুলাল শুক্ল, চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৬৪।
নাটকলক্ষণরত্নকোশঃ (সাগরনন্দিকৃতঃ)	(সম্পা.) সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৬৪ (বঙ্গাব্দ)।
নাট্যশাস্ত্রম্ (ভরতমুনিকৃতম্)	(সম্পা.) আর. এস. নাগর, পরিমল পাবলিকেশন, দিল্লী, ২০০৩।
বক্তৃত্ত্বাঞ্জলীজীবিতম্ (কুন্তকপ্রণীতম্)	স্বোপজ্জবৃত্তিসহিত, (সম্পা.) সুশীলকুমার দে, ফার্মা কে. এল., কলিকাতা (অধুনা কলকাতা), ১৯৬৯ (৩য় সংস্করণ)।
সাহিত্যদর্পণঃ (বিশ্বনাথকৃতঃ)	(সম্পা.) হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাসকৃত কুসুমপ্রতিমাটীকাযুক্ত, সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৭৫ (৫ম সংস্করণ)।

গ. অর্বাচীন গ্রন্থ

অভিনবকব্যালঙ্কারসূত্রম্ (রাধাবল্লভ-ত্রিপাঠী-রচিতম্)	(স্বোপজ্জ কারিকা বৃত্তি সংবলিত), সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, ২০০৫।
ইন্দিরাবিজয়ম্ (বেঙ্কটরত্ন- বিরচিতম্)	অম্বটিপূর্ণি বেঙ্কটরত্ন, এডু বাডু, ১৯৭০।
কাব্যকৌমুদী (হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ-কৃত)	ভবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৩৬২ (বঙ্গাব্দ)।

নাট্যত্রয়ী(রামকৃষ্ণশর্ম-প্রণীতা) নাগ প্রকাশক, দিল্লী, ১৯৯৩, ১ম সংস্করণ। শারদা গৌরব গ্রন্থমালা, পুণে, ১৯৯৮।

বৈনায়কম্(জি. বি. পলসুলে-
বিরচিতম্) শারদা গৌরব গ্রন্থমালা, পুণে, ১৯৯৮।

শ্রীবিবেকানন্দচরিতম্(জি. বি.
পলসুলে বিরচিতম্) শারদা গৌরব গ্রন্থমালা, পুণ্যপত্তনম্, ১৯৯৪ (৩য়
সংস্করণ)।

ইংরেজী গ্রন্থসমূহ:

Chattopadhyay, Rita. *20th Century Sanskrit Literature: A Glimpse into Tradition and Innovation*, Kolkata, Sanskrit Pustak Bhandar, 2008.

---. *Modern Sanskrit Dramas of Bengal: 20th Century A.D.*, Kolkata, Sanskrit Pustak Bhandar, 1992.

Dutta, Kali Kumar. *Bengal's Contribution to Sanskrit Literature*, (Calcutta Sanskrit College Research Series No. CIII, Studies No. 66), Sanskrit College, 1974.

Gandhi, A. K. *The life and times of Veer Savarkar*, Delhi, Prabhat Prakashan, 2016.

Ghosh, Manomohan *The Natyasastra*, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1951.

- John, Baxter & Patrick Atherton *Aristotle's Poetics*, London, McGill-Queen's University Press montreal & Kingston, 1997.
- Joshi, K. R. & S. M. Ayachit *Post-Independence Sanskrit Literature*, Nagpur: Visvabharati Prakashan, 1990 (1st Ed.)
- Keith, A. B. *A History of Sanskrit Literature*, Delhi, Motilal Banarasidass, 2001.
- Masterenhas, Anthony. *The Rape of Bangladesh*, Delhi, Vikas Publication, 1971.
- Mukherje, Prithwindra. *BaghaJatin – The Revolutionary Legacy*, Mumbai, Indus Source, 2016.
- Mukherje, Prithwindra. *Baghajatin (Life and Times Of Jatindranath Mukherje)*, Delhi, National Book Trust, 2016.
- Raghunathacharya, S. B. *Modern Sanskrit Literature: Tradition & Innovation*, New Delhi, Sahitya Akademi, 2009, (Reprint).

বাংলা গ্রন্থসমূহ :

- আজাদ, সালাম *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান*, বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া, দিল্লী, ২০১০।
- ইমাম, জাহানারা। *একাত্তরের দিনগুলি*, সন্ধানী প্রকাশনী, বাংলাদেশ, ১৯৮৬।
- ঘোষ, অজিত কুমার। *নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ*, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯১।

চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ।	রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৬০।
চক্রবর্তী, মনোজ।	সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বে রসবাদ: উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, কলকাতা, ২০০৯।
চক্রবর্তী, শ্যামাপদ	অলঙ্কারচন্দ্রিকা, কলকাতা, কৃতাঞ্জলি প্রকাশনী, ২০১৩।
চট্টোপাধ্যায়, ঋতা।	আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য (১৯১০-২০১০) ছোটগল্প ও নাটক, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২।
---	শতবর্ষে কবি নিত্যানন্দ, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৮।
---	সীতানাথ আচার্য: কবি ও প্রাবন্ধিক, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০২১।
---	হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের সারস্বত সাধনা, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ ও সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৩।
চট্টোপাধ্যায়, পরিমল।	সংস্কৃত নাট্যপ্রয়োগ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৩৯৬ (বঙ্গাব্দ)।
দাশগুপ্ত, সুধীর কুমার।	কাব্যলোক, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮।
দাস, করুণাসিন্ধু।	সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বে রূপরেখা, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৮।
ভট্টাচার্য্য, নরেন্দ্রনাথ।	ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৭২।
ভট্টাচার্য্য, বিষ্ণুপদ।	সাহিত্য মীমাংসা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬০।
---	প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের ভূমিকা, কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৮।

মিত্র, সুধীরকুমার।	বাঘাযতীন, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৫৫ (বঙ্গাব্দ)।
মুখোপাধ্যায়, অঞ্জলিকা।	সংস্কৃত কাব্যচর্চায় বাঙালী – সেকাল ও একাল, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৩ (১ম সংস্করণ)।
মুখোপাধ্যায়, পৃথ্বীন্দ্রনাথ।	সাধক বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯২২।
মুখোপাধ্যায়, রমারঞ্জন।	রসসমীক্ষা, সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, কলকাতা, ১৩৮৪ (বঙ্গাব্দ)।
বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ।	সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১২।
বিশ্বাস, অচিন্ত্য।	কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলকাতা, ২০০৬।
বিশ্বাস, সুখেন।	নন্দনতত্ত্বে প্রতীচ্য, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১০।
সান্যাল, অবন্তীকুমার।	ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব, সরস্বতী লাইব্রেরী কলকাতা, ১৯৯৫।
সাহা, অগ্নিমা।	সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে দোষতত্ত্ব, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৭৩।

হিন্দী গ্রন্থসমূহ :

ত্রিপাঠী, রাধাবল্লভ।	সংস্কৃত সাহিত্য – বিশবি শতাব্দী, রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান, নিউ দিল্লী, ১৯৯৯।
----------------------	--

শর্মা, মঞ্জুলতা।

আধুনিক সংস্কৃত কাব্য কী পরিক্রমা, রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত
সংস্থান, নিউ দিল্লী, ২০১১।

গবেষণা পত্র/পত্রিকা :

আচার্য, সীতানাথ।

“কবিঃ নিত্যানন্দঃ”, সমাজ ভারতী(শ্রাবণ-আশ্বিন),
১৪১৬ (বঙ্গাব্দ), পৃ. ৮-১৭

খরবণ্ডিকর, দেবীপ্রসাদ।

“শ্রীগজাননাষ্টকম্” সমর্পণম্ (পঞ্চম সংস্করণ), ২০১০,
পৃ. ১৫৪

Countersigned by the Supervisor

Prof. (Dr.) Rita Chattopadhyay

Prof. Dr. Rita Chattopadhyay
Ex Emeritus Fellow & Retd. Professor
Department of Sanskrit
Jadavpur University
Kolkata 700032

Dated: 05.12.2021

Signature of the Candidate

Madhuri Ghosh

Dated: 06.12.2021